ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জামাতিকরণ!

মমতাজ লতিফ

বিশ্ব, এই একুশ শতাব্দীতে নতুন নামে এক ফ্যাসিস্ট শক্তির হাতে বন্দি হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশে মৌলবাদী ফ্যাসিস্ট দল জামাত ক্রমশ ক্ষমতা সংহত করছে, যার সর্বোচ্চ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-প্রশাসক পদ অধিকারের মধ্যে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জামাতপ্রধান করার প্রক্রিয়ার সূচনা ভূতপূর্ব একজন উপাচার্য করে গেছেন, সে সময়ই এ কথা আলোচিত হয়েছে যে, অনেক বিভাগে জামাত অনুসারী ছাত্রদের বেশি নম্বর পাইয়ে দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস দেয়া এবং ফলে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার অনৈতিক রেওয়াজ চালু হয়েছে। সে সময়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপ নিয়ে শিক্ষক নন এমন অভিভাবক ও তাদের শিক্ষার্থী সন্তানদের কতগুলো অভিযোগ শোনা গেছে, যেমন-শিক্ষকদের ছেলেমেয়েদের বেশি নম্বর, ফার্স্ট ক্লাস দেয়া হয়, (এর প্রমাণও দেখেছি, যে শিক্ষার্থী স্কুলে কখনওই দ্বিতীয় বিভাগের উর্ধ্ব নম্বর পেত না, ম্যাট্রিক, ইন্টারমিডিয়েটে দ্বিতীয় বিভাগই পেয়েছে, সে অনার্সে, মাস্টার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। এরকম দু'চারটি মেধাবী ছাত্রছাত্রী থাকতে পারে না, তা নয়; কিন্তু তারা ফল যাই করুক, তাদের পরিচিতি স্কুল থেকেই মেধাবী হিসেবে চিহ্নিত হয়।) দ্বিতীয় অভিযোগ গুরুতর এবং এতে সত্যতা নেই, তাও নয়, এ হচ্ছে-শিক্ষকদের সন্তানদের আত্মীয়দের পরীক্ষার প্রশ্ন বলে দেয়া হয়। তৃতীয় কিছু শিক্ষকের বাইরের কাজ (অর্থকরী-কনসালট্যান্সি) এত বেশি থাকে যে, তারা অনেক সময়ই ক্লাস নিতে আসেন না, কোন পূর্ব-বিজ্ঞপ্তিও দেন না, এমনকি পরীক্ষা নেয়ার দিনও অনুপস্থিত থেকেছেন, কোন কিছু সুবাদ না দিয়েই। পরীক্ষার খাতা দেখা, নম্বর দেয়া ও ফল প্রকাশের দীর্ঘসূত্রতা যে শিক্ষার্থীর জীবিকা-চাকরির পরিপ্রেক্ষিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকের স্মরণে থাকে না! এরপর শুরু হয়েছে দলীয়করণ বা দলবাজির রাজনীতি, যা একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সঙ্গে সন্ত্রাসী, অস্ত্র, পেশি, অর্থ, ক্যাডার রাজনীতির উত্থানও হয়েছে প্রধানত রাষ্ট্রের উচ্চ ক্ষমতাশালী ব্যক্তির প্ররোচনা ও সহযোগিতায়।

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল সম্ভবত জামাতের সর্বশেষ টার্গেট, যা ইরাক যুদ্ধের প্রতিবাদে তাদের নীরব অবস্থান গ্রহণের একটি অন্যতম কারণ। সম্ভবত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় নীতি, বাথ পার্টির সমাজতান্ত্রিক পলিসির জন্য জামাত ইরাকের জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম থেকে দূরেই অবস্থান করছিল এবং সৌদি রাজতন্ত্রের সঙ্গে নৈকট্য বোধ করত ও তাদের সুহৃদ ছিল। অন্যদিক থেকে দেখলে ২০০৩-এর বুশ-ব্লেয়ারের ফ্যাসিস্ট আচরণ, '৭১-এর বাংলাদেশে জামাত নেতা-গোলাম আযম, সাঈদী, নিজামী, কাদের প্রমুখের আচরণ, কার্যকলাপের সঙ্গে বহুলাংশে মিলই দেখা যায়। তাছাড়া এককালে তালেবান ও লাদেনের জন্মদাতা যুক্তরাষ্ট্র কখনও জামাতের শত্রু হয়নি-জামাতে ইসলামী, মৌলবাদী, সহিংসতা ও বোমবাজিসহ সহিংসতার বহু প্রমাণ দেয়া সত্ত্বেও সিআইএ বা যুক্তরাষ্ট্রের চিরকালীন নীতি জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিকদের নির্মূল করার লক্ষ্যের সঙ্গে একেবারেই মিলে যায় বলে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র চেতনা ও মানবাধিকারের শর্ত বাংলাদেশে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে। তাই আমাদের যারা মাথায় কাপড় দিতে অন্যায় দাবি জানায়, তারাই ফ্রকপড়া মার্কিন দূত মেরির কাছে ধর্ম-নীতিবাক্য শোনে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত-যারা মেধার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ বিচারে শিক্ষক হয়েছেন আর যারা দলীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে শিক্ষক হয়েছেন। এই শেষোক্ত দলে জামাতের অনুসারী শিক্ষকদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যা প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পদে বহাল ব্যক্তিদের মন্দ রাজনীতির প্রতি পক্ষপাতের ফল।

শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বে একটি প্রবণতা দেখা যায় যে, যারা সন্ত্রাসী বিধ্বংসী ক্ষমতার ব্যবহারকারী, মানুষের সভ্যতা, স্বাধীনতা, সংস্কৃতির শত্রু, তারা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা দ্বারা তাদের লক্ষ্য অর্জনে যত রকম মন্দ উপায় আছে, সব উপায় ব্যবহার করে। বুশ-ব্লেয়ার তাদেরই বহুকথিত গণতন্ত্র, মানবাধিকার, জনমতকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে তাদের লক্ষ্য ইরাকি তেল দখল করেছে। বাংলাদেশে ২০০১ সালে নানারকম অনৈতিক, অগণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করে একটি ফ্যাসিস্ট দল জাতীয়তাবাদীর ঘাড়ে চড়ে ক্ষমতার হিস্যা লাভ করেছে এবং দ্রুত সবরকম প্রতিষ্ঠান-অফিস অন্যায়,অনিয়মের মাধ্যমে দখল করেছে, বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা যারা মুক্তিযুদ্ধপন্থী হিসেবে পরিচিত তাদের সব অফিস-প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়িত করেছে, ইতিহাসকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিকৃত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি স্বাধীনতার স্থপতিদের ভূমিকাকে মলিন করা হয়েছে, বঙ্গবন্ধুকে হাজার বার খুন করা হচ্ছে, সংখ্যালঘু ও বিরোধী রাজনীতিক-কর্মীদের অব্যাহতভাবে দু'বছর ধরে খুন, ধর্ষণ, লুটপাট, মামলা-হামলা-হয়রানি করে তাদের জীবিকার পথ বন্ধ করে মানসিকভাবে তাদের পর্যুদস্ত করে সজ্জন ব্যক্তিদের রাজনীতি থেকে বীতশ্রদ্ধ করে বের করে দিয়ে রাজনীতিকে পোষা সন্ত্রাসী-ক্যাডারদের জিম্মায় রাখার প্রক্রিয়া চলছে। এরই যোগসূত্র হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জামাতিকরণ চলছে, যা একদিন এটিকে একটি উগ্র ইসলামী মৌলবাদী দলের কব্জায় নিয়ে হয়ত নতুন আরেকটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বড় একটি মাদ্রাসায় পরিণত করবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদীরা এখনও একাট্টা হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদীদের শত্রুর মোকাবিলা করছে না কেন?

একজন হতাশ [illegible] লীগপন্থী বললেন, 'শেখ হাসিনাকে জিতে[illegible]ন, কেন তার আমলে মাদ্রাসা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি কি জানেন না, তাদের দুধ-কলা দিলেও তারা জামাত-বিএনপিকেই ভোট দেয়, দিয়েছে, ভবিষ্যতেও দেবে?' আওয়ামী লীগ শিক্ষামন্ত্রী সাদেক সাহেবকে আমরা অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছিলাম, যখন তিনি কয়েক হাজার ভুয়া মাদ্রাসা চিহ্নিত করে ওগুলো বন্ধ করার পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছিলেন। এ কথা বলতে, ভদ্রলোক বললেন, 'শেখ হাসিনা বাধা দিয়েছেন বলে সাদেক সাহেব পদক্ষেপটি বাস্তবায়ন করতে পারেননি, অথচ মাদ্রাসাগুলো শুধু যে সহিংসতা-অস্ত্র প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হয়নি, এগুলোতে পাঠকারী শিক্ষার্থীরা যাদের প্রায় সবাই দরিদ্র, নিম্নবিত্তের মানুষ, গোলাম আযম বা নিজামীর সন্তান নয়, তারা নিম্নমানের, যুদের অনুপযোগী শিক্ষা পাবে কেন?'

এসব প্রশ্ন বহুল আলোচিত, বারবার চর্বিত চর্বন করে কারও মধ্যে সচেতনতা, বোধোদয় হচ্ছে বলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় রাজনীতির পুরো চিত্রের একটি প্রতিচ্ছবি দেখা দিয়েছে। সব দলের দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, ছাত্র, শিক্ষকসহ সব পেশাজীবীদের ঐক্য অপরিহার্য-জাতীয় ক্ষেত্রে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। একেবারে হতাশ হওয়ার কারণ নেই আমাদের। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধশত ছাত্রছাত্রী '৭১-এর ঘাতক মন্ত্রীকে যদি বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়, তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাতি-শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে বয়কট, উচ্চতর জামাতি কর্তৃপক্ষকে পদে প্রত্যাখ্যান করা, অফিসে প্রবেশ করতে না দেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সক্রিয়তা শূন্যে নামিয়ে এনে তাদের পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করে মানসিকভাবে দুর্বল ও তাদের নীতিগত ভিতকে ঘা দেয়া যায় ঐক্যবদ্ধ, প্রগতিশীল শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এ সময়ে ঐক্যের কোন দ্বিতীয় বিকল্প নেই- একথা উপলব্ধি করছে না এমন মানুষ খুবই কমই আছেন। কিন্তু এই ঐক্য সংঘটিত করা, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে নামা এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ যথার্থভাবে এখনও শুরুর অপেক্ষায়।

প্রগতিশীলরা বিশ্ব প্রেক্ষাপটের দিকে নজর দিলে দেখবেন:

-বুশ-ব্লেয়ার স্বৈরাচারীদের বিপক্ষে ইউরোপে প্রথম চারটি দেশ ঐক্যবদ্ধ সামরিক গোষ্ঠী জন্ম দিতে যাচ্ছে।

-আরব দেশগুলোকে অচিরেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে আরব জাতীয়তাবাদের নামে যুদ্ধ ও অন্যান্য আন্দোলনে নামতে হবে।

-এই উপমহাদেশে প্রথম ভারত ও পাকিস্তান বুশ-ব্লেয়ার জোটের বিপরীতে আত্মরক্ষার স্বার্থে অতি দ্রুত দ্বিপক্ষীয় সমস্যা-ঝামেলা মিটিয়ে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে, একই সঙ্গে ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় স্বার্থের বিষয়গুলো মিটিয়ে নিতে নিজ থেকে উদ্যোগী হয়েছে, যা উপমহাদেশের শান্তি, স্থিতি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিপুল অবদান রাখতে পারে যদি এই সমঝোতা আমাদের স্বার্থের শত্রুদের দ্বারা বানচাল করা না হয়। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সমস্যার সভা চলাকালে দেখা গেল বিডিআর-বিএসএফ প্রচণ্ড গুলিবিনিময় হচ্ছে-এটিকে শান্তি প্রক্রিয়া বানচালের একটি প্রচেষ্টা বলে সন্দেহ করলে কি ভুল হবে? যারা এ ঘটনা ঘটাচ্ছে, কেন, কি উদ্দেশ্যে ঘটাচ্ছে, কার স্বার্থ রক্ষার্থে এবং কাদের স্বার্থ বিনষ্ট করতে এ কাজটি হলো এসব তথ্য নিরপেক্ষভাবে সংগ্রহ করা হলে অবশ্যই থলের বেড়াল বেরিয়ে আসবে, আসল শত্রুর চেহারা উদ্ঘাটিত হবে।

প্রগতিশীল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসীদের একদিকে দেশের ভেতরে যেমন ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, তেমনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রথমত উপমহাদেশের দেশগুলোর অভিন্ন স্বার্থ, শান্তি ও প্রগতির জন্য, আঞ্চলিক জোট গঠনের জন্য বা সার্ককে নিয়ে এই সহযোগিতাকে স্ব-স্ব দেশের নিরাপত্তা এবং উন্নয়নের রক্ষাকবচ হিসেবে গণ্য করার জন্য কাজ করতে হবে। ফ্যাসিস্ট নির্ভরতা দ্রুত কমিয়ে আনতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

এছাড়াও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, জাতিসংঘে, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নারী ও শিশুর অধিকারের প্রতি সংবেদনশীল ইউরোপীয়, এশীয়, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে হবে, যেখানে আমাদের নতুন বাণিজ্য ও শিল্পের মিত্র পাওয়া যাবে।

ঘরে এবং বাইরে দু'জায়গাতেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে হবে। ঘরের শত্রু ও বাইরের শত্রু দুই মানবতার শত্রু, যাদের হাতিয়ার সন্ত্রাস, যাদের প্রাণবীজ মারণাস্ত্রে এবং যাদের আক্রমণের লক্ষ্য দেশপ্রেমিক মানবতাবাদী, জাতীয়তাবাদী মানুষ। প্রতিজ্ঞা করতে হবে- We will not rest. তবেই একদিন দৈত্যের বিরুদ্ধে মানুষ জয়ী হবে।

সংবাদ

তারিখ ... 10 MAY 2003 ...